## The New Nation

# Student-friendly reforms reshape Dhaka University

**Md. Moniruzzaman**

*Administration takes role of halls, students get legal seats*

*Students relax as DU controls vehicles entry in the area*

*1st year students denied seats in Hall will get stipend*

After the student-led mass uprising and the fall of the fascist Awami League government, Dhaka University (DU) has witnessed significant changes in areas that were long sought by students and addressed major crises that had caused considerable struggle and suffering.

For years, DU students had dreamt of a fair allocation of legal dormitory seats by hall administration and a learning-friendly environment on campus, achieved by limiting the influx of vehicles and resolving other issues disrupting campus life. These aspirations have now been realised, as the university administration has taken steps to address these challenges in the wake of the mass uprising.

With these effective changes, students are expressing their happiness and sharing moments of joy on social media. They have also pledged to support the administration in maintaining these positive developments in the future.

> "We sincerely want to hold DUCSU elections as soon as possible, DU VC.

Regular students are now being allocated legal dormitory seats by the hall administration, fulfilling a long-cherished dream. Previously, seat allocation was controlled by the ruling party's student wing, Bangladesh Chhatra League (BCL).

Additionally, students have been relieved of the misery associated with the 'guestroom' and 'gonoroom' cultures, where first-year students were often housed under the control of BCL. Before the fall of the Awami League government, there were over 150 gonorooms across the university's 18 halls.

Following the change in government, the hall administration announced the abolition of gonorooms, **Contd on page-2 Col-4**

**P.T.O**

allocated beds to students in these rooms, and issued notices for those who had completed their undergraduate or postgraduate studies to vacate dormitories.

Students have expressed their satisfaction with the hall administration's new role. Many have shared their joy at receiving legal seats free from political coercion on social media.

Shorif Ahmed Shohan, a first-year student at Sir A F Rahman Hall, said: "I cannot express in words how happy I was to receive a legal seat on my first day at university. When I saw the gonorooms and learned about the guestroom culture, I had decided not to live in the halls, but the July uprising has given me this opportunity."

Before the mass uprising, house tutors were largely inactive, with the BCL effectively controlling hall management. Now, house tutors are fulfilling their duties, conducting room visits, and addressing student concerns.

The DU administration is now working to hold the much-anticipated Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) elections, generating excitement and high expectations among students and student organisations.

"We are committed to holding the DUCSU elections. This is a responsibility entrusted to me, and I am working to organise it as soon as possible. Once student representatives are elected, our administrative tasks will become much easier," said DU Vice-Chancellor Prof. Niaz Ahmed Khan in an interview with The New Nation.

Various student organisations have called for a clear roadmap for the election within a short timeframe.

"To determine the timing and candidate eligibility for DUCSU, we have formed two committees. The Political Activities Review Committee will provide recommendations on the nature and scope of political activities, while another committee will propose reforms to the DUCSU constitution, based on suggestions from students and organisations," Prof. Khan explained.

"After considering these recommendations, we will organise the DUCSU elections as soon as possible," he added.

The DU administration has taken a significant step towards creating a student-friendly environment by limiting vehicle entry onto campus, ensuring safety and a conducive learning atmosphere. Students have welcomed the move and expressed their willingness to support its smooth implementation.

Previously, students, particularly those from Ruqayyah Hall and Shamsunnahar Hall, which are located near a main road, faced harassment and inconvenience due to the unrestricted flow of public transport. The heavy traffic also caused significant disruptions, preventing students from moving freely around campus.

"This step to limit vehicle entry is a bold measure by the university administration that previous administrations did not dare to take," said Ishrat Zerin, a residential student of Ruqayyah Hall.

She added, "We faced constant noise disturbances, making it difficult to study. Crossing roads was hazardous due to the heavy traffic."

DU Proctor Saifuddin Ahmed commented: "This is a university, not a bypass road. Allowing vehicles to use our campus in this way was unsafe for our students and staff. We cannot return to the previous state of affairs."

First-year students who are not allocated hall accommodation and face financial difficulties will now receive stipends to help cover their educational expenses while living off-campus.

"We have secured scholarships through the Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT) project of the World Bank. These will support first-year students without hall seats, enabling them to manage their expenses," said Prof. Niaz Ahmed.

"We have held meetings with World Bank officials, who have agreed to

## সংবাদ

# আবু বকর হত্যা: দুই ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ নিয়ে আপিল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর আগে মো. আবু বকর ছিদ্দিক হত্যার ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।'

আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই সময় গুরুতর আহত হন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবু বকর ছিদ্দিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান।

ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় ১০ ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। তাদের দুজন বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। শুনানি করে

► পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

## আবু বকর হত্যা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হাইকোর্ট ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, 'কর্তৃপক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে [illegible] মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।'

আবু বকরের মৃত্যুর আট বছর পর ২০১৮ সালে ওই মামলার রায়ে দশ আসামির সবাইকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। তারা সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ছিলেন।

ওই মামলার পুনঃতদন্ত চেয়ে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরেও টাঙ্গাইলের মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধন করেন স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

আবু বকর ছিদ্দিকের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার গোলাবাড়ী গ্রামে। তৃতীয় সেমিস্টার পর্যন্ত তার সিজিপিএ ছিল ৪ এর মধ্যে ৩.৭৫, যা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ইতিহাসে [illegible] চতুর্থ সেমিস্টারের ফল বের হওয়ার আগে তিনি খুন হন। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

দিনমজুর রুস্তম আলীর সন্তান আবু বকর ছুটির সময় গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজ করতেন, প্রতিবেশীদের বাচ্চাকে পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ জোগাতেন। তার মৃত্যুতে পুরো পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

## আমার দেশ

# আবু বকর হত্যার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে ঢাবি



ছাত্রলীগের হামলায় নিহত আবু বকর সিদ্দিক

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এই শিক্ষার্থী খুনের সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এ আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। গতকাল বুধবার ঢাবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, আপিল করার মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক হত্যায় ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, 'নীতিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একমত হয়েছে যে, আবু বকর হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি আমরা ভালোভাবে দেখব। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এটি নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবদুল হামিদ হাওলাদার বলেন, এ ঘটনায় উচ্চ আদালতে অল্প সময়ের মধ্যে আপিল করা হবে।

২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় নিজ কক্ষে আবু বকর মারাত্মক আহত হন। পরের দিন হাসপাতালে মারা যান তিনি।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ ১০ জনকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে বহিষ্কৃত দুই ছাত্র বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট।

আবু বকর হত্যা মামলার আসামিরা হলেন- হল শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি সাইদুজ্জামান ফারুক, কর্মী মফিদুল আলম খান তপু, রকিব উদ্দিন রফিক, মনসুর আহমেদ রনি, আসাদুজ্জামান জনি, আলম-ই-জুলহাস, তৌহিদুল ইসলাম খান তুষার, আবু জাফর মো. সালাম, এনামুল হক এরশাদ ও মেহেদী হাসান লিয়ন।

জানা যায়, আবু বকরের মৃত্যু গুলিতে হলেও পুলিশের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে মাথার পেছনে শক্ত ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতের কথা উল্লেখ ছিল। তবে পুলিশ কোনো অস্ত্র কিংবা আলামত জব্দ করতে পারেনি। পুলিশ আবু বকরের রক্তমাখা লুঙ্গিই আলামত হিসেবে উপস্থাপন করে।

এ ছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের ২২ সাক্ষীর মধ্যে ১১ জন আসামির গুলিতে আবু বকর মারা গেছেন, এ কথা বলেননি। প্রায় সব সাক্ষী বলেছেন, সংঘর্ষকালে পুলিশের টিয়ারশেলের আঘাতে আবু বকর মারা যান।

২০১৭ সালের এ হত্যা মামলায় ছাত্রলীগের সাবেক ১০ নেতাকর্মী বেকসুর খালাস পান। বাদীর পক্ষে সরকারি কৌঁসুলি এ মামলা পরিচালনা করেন।

আবু বকর সিদ্দিক ছিলেন খুবই মেধাবী। তৃতীয় সেমিস্টার পর্যন্ত রেজাল্ট ছিল ৩ দশমিক ৭৫। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ফলাফলে চতুর্থ সেমিস্টারে যৌথভাবে প্রথম হন তিনি। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুরের গোলাবাড়ী গ্রামে।

## প্রথম আলো

# আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাবি

### আবু বকর হত্যায় বহিষ্কারাদেশ

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*



আবু বকর সিদ্দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আবু বকর ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে স্যার এ এফ রহমান হলে সিট দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়ে এক দিন পর মারা যান। ওই সংঘর্ষে আহত আইন বিভাগের ছাত্র ওমর ফারুক বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় মামলা করেন।

এ ঘটনায় ১০ ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। তাঁদের দুজন বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পৃথক রিট করেন। হাইকোর্ট ২০১২ সালে আবেদনকারীদের পক্ষে রায় দেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

02 January 2025

# The Country Today

## DU authorities to appeal to HC against accused in murder of Abu Bakr

**DU Correspondent**

Dhaka University authorities have decided to appeal to the High Court against the High Court's verdict declaring the expulsion of the accused students in the death of Md. Abu Bakr Siddique, Continued to page 2

## DU authorities to appeal

a student of the Department of Islamic History and Culture of Dhaka University, illegal.

This decision was taken in the interest of fairness and justice. It is worth noting that in 2010, a clash broke out between two conflicting groups of a student organization in Sir A.F. Rahman Hall. During this, Md. Abu Bakr Siddique, a meritorious third-year student of the Department of Islamic History and Culture, was seriously injured while staying in his room and later died while undergoing treatment in the hospital.

In a syndicate meeting held on March 2, 2010, 10 students were temporarily expelled from Dhaka University for their involvement in the clash. Two of the expelled students filed separate writ petitions in the High Court Division against the university authorities' expulsion order.

# কালবেলা

আবু বকর হত্যা

## ছাত্র বহিষ্কারাদেশ নিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে ঢাবি

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই সময় গুরুতর আহত হন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবু বকর ছিদ্দিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। এ

### ছাত্র বহিষ্কারাদেশ

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় ১০ ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

তাদের দুজন বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। শুনানি করে হাইকোর্ট ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে উচ্চ আদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

02 January 2025

## আজকের পত্রিকা

আবু বকর ছিদ্দিক

ঢাবি ছাত্র বকর হত্যা

### বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) স্যার এ এফ রহমান হলে শিক্ষার্থী আবু বকর ছিদ্দিক হত্যার ঘটনায় বহিষ্কৃত দুই ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

গতকাল এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, উচ্চ আদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি স্যার এ এফ রহমান হলে বর্তমানে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে হলে পুলিশ অভিযান চালায়। সংঘর্ষে আবু বকরসহ ৩০ জন আহত হন।

## The Business Standard

### Dhaka Univ to challenge HC verdict on 2010 killing of Abu Bakar

MURDER – DHAKA

TBS REPORT

Dhaka University has decided to appeal against a High Court verdict that nullified the expulsion of students linked to the 2010 killing of Abu Bakar Siddique, a third-year Islamic History and Culture student.

In a statement released yesterday, DU authorities clarified that the decision was made in pursuit of justice.

Abu Bakar was fatally injured during a factional clash of Chhatra League at Sir AF Rahman Hall on 2 February 2010.

He died at Dhaka Medical College Hospital the following day.

In response to the incident, DU's syndicate expelled ten students temporarily.

Later, two of the expelled students contested the decision through separate writ petitions, leading to a High Court ruling that declared the expulsions invalid in 2012.

## খবরের কাগজ

আবু বকর হত্যা

### আপিল করবে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থী মো. আবু বকর সিদ্দিক হত্যা মামলার রায়ের বিপক্ষে উচ্চ আদালতে আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

এতে জানানো হয়, আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০১০ সালে স্যার এ এফ রহমান হলে একটি ছাত্রসংগঠনের বিবাদমান দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

এ সময় নিজ কক্ষে অবস্থানকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আবু বকর সিদ্দিক মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই বছরের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কার ছাত্রদের মধ্যে দুজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে পৃথক পৃথক রিট করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে বাদীদের পক্ষে রায় দেন।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

# DU in Media

02 January 2025

## আমাদের সময়

### শিক্ষার্থী আবু বকর হত্যায় আপিল করবে ঢাবি

ঢাবি প্রতিবেদক ●

প্রায় ছয় বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আবু বকর সিদ্দিক হত্যা মামলার রায়ের বিপক্ষে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

এতে জানানো হয়, আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়,

■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

### শিক্ষার্থী আবু বকর

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, উচ্চ আদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে স্যার এ এফ রহমান হলে একটি ছাত্র সংগঠনের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় নিজ কক্ষে অবস্থানকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ জন ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে দুজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে পৃথক পৃথক রিট দায়ের করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে বাদীদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে

## দৈনিক বর্তমান

### আবু বকর হত্যা মামলার রায়ের বিষয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করবে ঢাবি

বর্তমান প্রতিবেদক

মামলার রায়ের প্রায় ছয় বছর পর আবু বকর হত্যা মামলার রায়ের বিপক্ষে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে মেধাবী শিক্ষার্থী আবু বকর হত্যায় অভিযুক্তদের বিষয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। এতে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

### আবু বকর হত্যা মামলার

আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে স্যার এ এফ রহমান হলে একটি ছাত্র সংগঠনের বিবাদমান দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এসময় নিজ কক্ষে অবস্থানকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ জন ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এরপর ২০১৮ সালে মামলার রায়ে বলা হয় আবু বকরকে কেউ হত্যা করেনি। সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মামলার রায়ের বিষয়ে জানানো হয়নি, তার পরিবার ও আইনজীবীকে। ছয় মাস পর গণমাধ্যম সূত্রে আবু বকরের পরিবার মামলার রায়ের বিষয়ে জানতে পারেন। বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে দুজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে পৃথক পৃথক রিট দায়ের করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে বাদীদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, উচ্চ আদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

## দৈনিক আমাদের বার্তা

### আবু বকর হত্যায় আপিল করবে ঢাবি প্রশাসন

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ তথ্য জানা যায়।

উল্লেখ্য, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে স্যার এ এফ রহমান হলে একটি ছাত্র সংগঠনের বিবাদমান দুগ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় নিজ কক্ষে অবস্থানকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎকাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ জন ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে দুজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে পৃথক

এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে বাদীদের পক্ষে রায় প্রদান করে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, উচ্চআদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

## বণিক বার্তা

আবু বকর হত্যা

### দুই ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ নিয়ে আপিল করবে ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ■

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর আগে মো. আবু বকর ছিদ্দিক হত্যার ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এএফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। তখন গুরুতর আহত হন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবু বকর ছিদ্দিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। ওই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় ১০ ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। তাদের দুজন বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। শুনানি করে হাইকোর্ট ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, কর্তৃপক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবু বকরের মৃত্যুর আট বছর পর ২০১৮ সালে ওই মামলার রায়ে ১০ আসামির সবাইকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। তারা সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ছিলেন। আবু বকর ছিদ্দিকের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার গোলাবাড়ী গ্রামে।

## ভোরের কাগজ

আবু বকর হত্যা

### ২ ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আপিল করবে ঢাবি

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ১৪ বছর আগে মো. আবু বকর ছিদ্দিক হত্যার ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়। পরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই সময় গুরুতর আহত হন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবু বকর ছিদ্দিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩ ফেব্রুয়ারি মারা যান তিনি। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় ১০ ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। তাদের দুজন বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। শুনানি করে হাইকোর্ট ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

02 January 2025

# The Country Today

## CAMPUS CORNER

TRUST & FAST CONSULTANCY

### First meeting of Constitution Amendment Committee of DUCSU, Hall Parliament held

**DU Correspondent**

The first meeting of the Constitution Amendment/Revision Committee of Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and Hall Parliament was held on Wednesday in the meeting room adjacent to the Vice-Chancellor's Office.

In the meeting, it was decided to take the views of all student organizations and students active on campus regarding the amendment/revision of the Constitution of DUCSU and Hall Parliament. The process for taking views will be announced soon.

# কালবেলা

### ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির প্রথম সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন-পরিমার্জন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল উপাচার্য অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে এ সভা হয়। সভায় ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন-পরিমার্জনের বিষয়ে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সব ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়া শিগগিরই জানানো হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

## কালবেলা

### ডাকসুতে জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

ঢাবি প্রতিনিধি

জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের একটি কক্ষে সাময়িকভাবে 'জুলাই আন্দোলন স্মৃতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের ছবি, ঘড়ি, জুতা, জামা-কাপড়, চশমা, বই-খাতা-কলম, ব্যাগ, পরিচয়পত্র, মানিব্যাগ, মোবাইল সেট, লেখা, ডাইরিসহ ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র এই সংগ্রহশালায় স্থান পাবে।

এতে আরো বলা হয়, জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও আহতদের নাম, ঠিকানা ও বিস্তারিত তথ্যসহ তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র আগামী ৭ জানুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অফিসে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

## The Daily Sun

### DU to set up July Movement Memorial Museum

*Calls on people to present belongings of mass uprising martyrs and the injured*

**Daily Sun Report**, *Dhaka*

The Dhaka University authorities have decided to set up a "July Movement Memorial Museum" to preserve the memories of those who sacrificed their lives and sustained injuries by participating in the mass uprising to end Sheikh Hasina's dictatorial rule.

The DU administration issued a notification on Tuesday announcing the decision and seeking cooperation from people across the country to collect the memories of the movement.

It has requested university students, as well as people from outside the university, to submit the names, addresses, and detailed information of the martyrs and the injured from the July-August movement, along with their belongings, including photographs, watches, shoes, clothes, glasses, books, notebooks, pens, bags, identity cards, wallets, mobile phones, writings, and diaries, to the Dean's Office of the Faculty of Fine Arts at Dhaka University by 7 January.

The museum will be established on the ground floor of the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU), according to the notification.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

02 January 2025

# দৈনিক বর্তমান

## বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ঢাবি শাখার নবীনবরণ ও লেখা প্রদর্শনী

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার 'নবীনবরণ ও লেখা প্রদর্শনী' বুধবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমিনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী, ফ্রান্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এএফপি'র ফ্যাক্ট চেক এডিটর কদরুদ্দীন শিশির, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম-এর সভাপতি আমজাদ হোসেন হৃদয় ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

### বাংলাদেশ তরুণ কলাম

সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহিম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, লেখকরা সমাজের বিভিন্ন চিত্র লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। লেখালেখির মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তার

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার 'নবীনবরণ ও লেখা প্রদর্শনী' বুধবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৮ পৌষ ১৪৩১

DU in Media

02 January 2025

## আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাবের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১ জানুয়ারি বুধবার উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে 'উইন্টার চেস ফেস্টিভ্যাল' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী দাবা প্রতিযোগিতা আজ শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গেমস রুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞপ্তি

## দৈনিক আমাদের বার্তা

### ঢাবিতে ৩ দিনব্যাপী দাবা প্রতিযোগিতা শুরু

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) দাবা ক্লাবের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এ উপলক্ষে 'উইন্টার চেস ফেস্টিভ্যাল' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গেমস রুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেনও দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

## The Country Today

### DU Chess Club celebrates 38th anniversary with 3-day chess tournament

**DU Correspondent**

The 38th anniversary of the Dhaka University Chess Club was celebrated on Wednesday.

On this occasion, a 3-day chess tournament titled 'Winter Chess Festival' began today. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the Games Room of the Student-Teacher Center and cut the club's anniversary cake and inaugurated the chess tournament.

The inaugural ceremony was presided over by Dhaka University Chess Club President Tanvir Alam and was attended by University Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Club Moderator and University Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed, Grandmaster Enamul Hossain Rajib, International Master and National Chess Coach Abu Sufian Shakil and Late Grandmaster Ziaur Rahman's wife Labanya Rahman spoke as special guests. Club General Secretary Imran Sharif conducted the auspicious program. The cover of the magazine 'Kistimat' published on the occasion of the founding anniversary was unveiled at the program.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan congratulated the members of the club on the founding anniversary and said, chess is not just a game, it is one of the means of intellectual practice. It has an impact on our personality and mental world. Many renowned universities of the world have included chess as part of their educational programs.

The Vice-Chancellor called on the students to continue practicing chess and other sports to build a rational and intellectual society and develop talent. It is worth noting that 2 competitions are being held in the 3-day 'Winter Chess Festival'. The 'Dhaka University Chess Championship' will be held today and tomorrow with the participation of Dhaka University students. The 'Grandmaster Ziaur Rahman Memorial Open Rapid Chess Tournament' will be held on January 3. This tournament will be open to all.